335259 - কউে যদি কোন কছিু দখেে বমিুগ্ধ হয় সে যখনই তা দখেবে তখনই কি পুনঃপুন বরকতরে দোয়া হবে?

প্রশ্ন

যদি আমি কোন কছিু দখেে মুগ্ধ হই সক্ষেত্রে যতবার আমি দখেি ততবারই কি আমাকে 'আল্লাহুম্মা বারকি' (হে আল্লাহ্! বরকত দনি) বলতে হবে? নাকি প্রথমবার 'আল্লাহুম্মা বারকি' বলাই যথষ্টে? কোন বার যদি না বলি সক্ষেত্রে কি আমি গুনাহগার হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমি ব্যক্তকিে নর্দিশে দয়িছেনে সে যদি তার মুসলমি ভাইদরে কোন কছিু দখেে বমিুগ্ধ হয় সে যনে তাদরে জন্য বরকতরে দোয়া করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে:

"যদি তোমাদরে কউে তার ভাইয়রে কছিু দখেে বমিুগ্ধ হয় সে যনে তার জন্য বরকতরে দোয়া করে"।[মুয়াত্তা মালকে (২/৯৩৯), মুসনাদে আহমাদ (২৫/৩৫৫) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৫০৯)]

নর্দিশেসূচক ক্রয়িা পৌনঃপুনকিতার অর্থ নর্দিশে করে কনিা— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেনে। উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রে স্থরীকৃত সূত্র হলো: যদি নর্দিশেসূচক ক্রয়িা পৌনঃপুনকিতার লক্ষণগুলো থকেে মুক্ত হয় তাহলে তা পৌনঃপুনকিতা দাবী করে না।

শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আস-শানক্বতিী বলনে:

"ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি বলনে: "একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে উদ্দশ্যে খোতবা দনে। তনিি বলনে: হে লোকসকল! আল্লাহ্ তোমাদরে উপর হজ্জ ফরয করছেনে। অতএব তোমেরা হজ্জ কর। তখন এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! প্রতি বছর? তনিি চুপ করে থাকলনে। লোকটি কথাটি তনিবার বলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: যদি আমি হ্যাঁ বলি তাহলে ফরয হয়ে যাব;ে

কন্িতু তোমেরা পালন করতে পারবে না। এরপর বললনে: আমি যে বষিয়টি এড়য়িে যাই তোমেরাও সটোকে এড়য়িে যাবে। তোমোদরে পূর্ববর্তী উম্মতরো অধকি প্রশ্ন করে ও তাদরে নবীদরে সাথে মতভদে করে ধ্বংস হয়ছে। যখন আমি তোমোদরেকে কোন নর্িদশে দইে তখন তোমেরা যতটুকু পার সটো পালন কর। আর যখন আমি তোমোদরেকে কোন কছিু থকেে নষিধে করি তখন সটো বর্জন কর।[সমাপ্ত]

এই হাদসিরে প্রমাণবহ কথাটুকু হল: "হে লোকসকল! আল্লাহ্ তোমোদরে উপর হজ্জ ফরয করছেনে। অতএব তোমেরা হজ্জ কর।" অনুরূপ হাদসি ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলমিও সংকলন করছেনে। এই হাদসি দয়িে দললি দয়ো হয় য,ে পৌনঃপুনকিতার লক্ষণমুক্ত নর্িদশে পৌনঃপুনকিতা দাবী করে না; যমেনটি উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রে স্থরীকৃত।"[আযওয়াউল বায়ান (৫/৭৪) থকেে সমাপ্ত]

তবে যদি পৌনঃপুনকিতার লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তাহলে এই লক্ষণগুলোর আলোকে পৌনঃপুনকিতা অনবিার্য হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে যদি নর্িদশেকে কোন শর্ত এবং নর্িদশেটকিে অনবিার্যকারী কোন হতেুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয় সক্ষেত্রে শরয়িতদাতার প্রজ্ঞার দাবী হচ্ছে শরয়ি হতেু পাওয়া গলেইে নর্িদশেতি কর্মটরি পুনরাবৃত্তি করা।

ইবনুল লাহ্হাম (রহঃ) বলনে:

"শরয়িতপ্রণতো প্রজ্ঞাবান; তার ক্ষত্রেে স্বভবরিোধতিা নাজায়যে। তাই তনিি যখন কোন বধিান দনে এবং সইে বধিানকে কোন হতেুর সাথে সম্পৃক্ত করনে তখন আমরা জানতে পারি য,ে যখনই ঐ হতেুটি পাওয়া যাবে তখনই তনিি এই বধিানটি আরোপ করনে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।"[আল-কাওয়ায়দে ওয়াল ফাওয়ায়দে আল-উসুলয়িযাহ (পৃষ্ঠা-২৪০) থকেে সমাপ্ত]

পূর্ববর্তী হাদসিে বরকতরে দোয়া করার নর্িদশেকে বমিুগ্ধতার অস্তত্বিরে সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ছে। এর দাবী হচ্ছে পুনঃপুন দখোর মাধ্যমে বমিুগ্ধতা অর্জতি হলে পুনঃপুন দোয়া করা।

দুই:

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বরকতরে দোয়া করনে; বাহ্যতঃ যা প্রতীয়মান হয় সটো হলো দৃষ্টদিানকারীর দুটো অবস্থা:

১। সে ব্যক্তি শক্তশিালী বমিুগ্ধতার গুণধারী হওয়া। যার ফলে সে তার ভাইকে বদনযরে আক্রান্ত করার ভয় করে। এমনটি হলে তার উপর বরকতরে দোয়া করা ওয়াজবি। যহেতেু মুসলমি ভাইদরে অনষ্টি করা থকেে বরিত থাকা একজন মুসলমিরে উপর আবশ্যক।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে:

"যদি কোন নযরদানকারী তার দৃষ্টরি দ্বারা ক্ষতি করা ও দৃষ্টি প্রদত্ত ব্যক্তকিে আক্রান্ত করার আশংকা করে তাহলে সে

যনে اللهم بارك عليه (হে আল্লাহ্ তাকে বরকতময় করুন) বলার মাধ্যমে তার ক্ষতকিে প্রতহিত করে। যমেনভিাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরে বনি রাবীআ'কে বলছেলিনে যখন তনিি সাহল বনি হানীফকে নযরগ্রস্ত করছেলিনে: তুমি যদি 'আল্লাহুম্মা বারকি আলাইহি' বলত।"[যাদুল মাআ'দ (৪/১৫৬) থকেে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বার্র (রহঃ) এটি বলা ওয়াজবি বলছেনে; তনিি বলনে:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: أَلَا بَرَّكْتَ (তুমি বরকতরে দোয়া করত)ে প্রমাণ করে যে, যদি নযরদানকারী ব্যক্তি বরকতরে দোয়া করে তাহলে তার নযর ক্ষতি করে না ও সীমা অতক্রিম করে না। বরঞ্চ যখন ব্যক্তি বরকতরে দোয়া করে না তখন নযর সীমা অতক্রিম করে। তাই প্রত্যকে যে ব্যক্তি কোন কছিু দখেে বমিুগ্ধ হয় তার উপর ওয়াজবি বরকতরে দোয়া করা। কারণ সে যখন বরকতরে দোয়া করে তখন সে অনষ্টিকে প্রতহিত কর;ে এর ব্যত্যয় ঘটে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।[আত্-তামহীদ (৬/২৪০-২৪১) থকেে সমাপ্ত]

কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসরিগ্রন্থে (১১/৪০১) ইবনে আব্দুল বার্রকে অনুসরণ করছেনে, অনুরূপভাবে ইবনুল মুলাক্কনিও 'আত্-তাওযহি' গ্রন্থে (২৭/৪০১) এই মত উল্লখে করছেনে।

২। যদি ব্যক্তি নযর লাগানোর জন্য প্রসদ্ধি না হয়, নজিরে থকেে ক্ষতরি কোন ভয় না কর,ে নযররে মাধ্যমে তার ভাইকে ক্ষতগ্রিস্ত করার আশংকা না করে তদুপরি বরকতরে দোয়া করা শরয়ি বধিান। যহেতেু এটি তার ভাইদরে প্রতি ইহসান। তবে এই অবস্থায় বরকতরে দোয়া করাকে কউে ওয়াজবি বলছেনে মর্মে আমরা পাইনি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।